## 'কোড নেপোলিয়ন'

নেপোলিয়নের অন্যতম বিখ্যাত সংস্কার ছিল ফ্রান্সের আইন সংস্কার অথবা 'কোড নেপোলিয়ন' এর প্রবর্তন। বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বহু নতুন আইন পাস হয়। আবার বুরবোঁ সরকারের অনেক পুরাতন আইন বহাল ছিল। এছাড়া প্রতি প্রদেশের স্থানীয় প্রথাগত আইন ছিল। এছাড়া ছিল গির্জার আইন। এই সকল আইন গুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। বুরবোঁ যুগের আইনে নাগরিক ও সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে যে আইন গুলি ছিল, বিপ্লবের যুগের এই সকল বিষয় সম্পর্কিত আইন ছিল তার বিপরীত। এই অবস্থায় বিচারকও সরকারি কর্মচারীরা কোন আইন মেনে চলবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিত। নেপোলিয়ন স্থির করেন যে বিপ্লবের অন্যতম মূল আদর্শ সামাজিক সাম্য বা Social Equality স্বীকার করে নতুন সমাজ গঠনের জন্য আইন গুলিকে সংকলন ও পরিমার্জন করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে তিনি আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন Tronchet নামে আইনবিদ। নেপোলিয়ন নিজে এই কমিটির 36টি সভায় যোগ দিয়ে আইন বিধি সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নেন। ডেভিড টমসনের মতে নেপোলিয়নের কাউন্সিল অফ স্টেট এই আইন বিধি রক্ষায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয়। 84 টি অধিবেশনে এই আইন বিধির মূলসূত্র গুলি কে স্থির করা হয়। এই আইন-বিধির সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য দিক ছিল জ্ঞানদীপ্তির যুগের যুক্তিবাদী প্রাকৃতিক আইন বিধির সঙ্গে ফ্রান্সের প্রথাগত এবং বিপ্লবী আমলের উদারনৈতিক সমন্বয় সাধন করা। রোমান আইন বিধি যা প্রধানত রাজতান্ত্রিক যুগে প্রচলিত ছিল তার তত্ত্বের সঙ্গে বিপ্লবের যুগের আইনের তত্ত্বের সমন্বয় করা। এই দুই মতবাদের আইনবিধির মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কোড নেপোলিয়ন তৈরি হয়। এরফলে রোমান আইনের সম্পত্তির অধিকার ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অধিকারের সঙ্গে বিপ্লবের যুগের সামাজিক সাম্য ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ নীতি গৃহীত হয়। কোড নেপোলিয়নে মোট 2287 ( মতান্তরে 2281 টি) ধারা ছিল। কোড নেপোলিয়ন এর তিনটি অংশ ছিল যথা- দেওয়ানী কোড, ফৌজদারি কোড এবং বাণিজ্যিক কোড। নেপোলিয়নের আইনগুলি সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় রচিত হয়। দেওয়ানী আইন গুলিতে --

১) আইনের চোখে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার স্থাপিত হয়।

২) সামাজিক সাম্য স্থাপিত হয়। কোন ব্যক্তি বা পরিবারের বিশেষ অধিকার বিলোপ করা হয়। সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও সুযোগ লাভের অধিকার স্বীকৃত হয়।

৩) বংশ কৌলিন্য বা কাঞ্চন কৌলিন্য বাদ দিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে যে কোনো নাগরিককে চাকুরী লাভের অধিকার মেনে নেওয়া হয়।

৪) পৈতৃক সম্পত্তিতে সকল সন্তানের সমান অধিকার দান করা হয়।

৫) বিপ্লবের ফলে সামন্ততন্ত্র লোপ করে যে নতুন ভূমি বন্দোবস্ত চালু করা হয় আইনে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে কৃষক ও মধ্যবিত্ত যারা বিপ্লবের আমলে ভূমি লাভ করে তারা জমিতে বৈধতা লাভ করে। ভূমিদাস প্রথা, করভি, টাইদ, ম্যানর প্রথা প্রভৃতি সকল শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়। মোটকথা বিপ্লবের সময় বিশেষ অধিকার ও বৈষম্যমূলক অধিকার লোপ করে যে সকল আইন করা হয়, নেপোলিয়ন তা বহাল রাখেন।

৬) রোমান আইন অনুসারে 'কোড নেপোলিয়ন' এর সম্পত্তির অধিকার পরিগণিত হয়।

৭) বিপ্লবের যুগে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়েছিল। স্ত্রীর উপর স্বামীর স্বাভাবিক কর্তৃত্ব বিনষ্ট হয়। 'কোড নেপোলিয়ন' দ্বারা পুনরায় পরিবারের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়। স্ত্রী ও সন্তানদের উপর স্বামীর বা পিতার কর্তৃত্ব পুনঃ স্থাপিত হয়। রোমান আইন অনুসারে স্বামীর সম্মতি ছাড়া স্ত্রীরা স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পরিবারের বাঁধন শক্ত করার জন্য বিবাহ আইন কে মজবুত করা হয়। যদিও ডিভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদ কথা স্বীকার করা হয়। কিন্তু এই প্রথা গুলির ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ফলে খেয়ালখুশিমতো বিবাহ বিচ্ছেদ করা দুষ্কর হয়।

৮) সন্তানদের ভরণপোষণ পিতার বৈধ দায়িত্ব বলে ঘোষিত হয়।
৯) গির্জার বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি বিপ্লবের আমলে যারা কিনে নেয় কোড নেপোলিয়ন এ তাদের অধিকারকে বৈধতা দেওয়া হয়।
১০) বিচারব্যবস্থার সংগঠন করে জুরি প্রথা চালু করা হয়।
১১) রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ অপরাধী অপেক্ষা স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়।
১২) পৈত্রিক সম্পত্তিতে সকল বৈধ সন্তানের সমান অধিকার দেওয়া হয়।
১৩) ফৌজদারি আইন বিধি যুক্তিবাদ ও প্রাকৃতিক আইনের আলোকে রচনা করা হয়। অপরাধীর প্রতি বর্বর শাস্তি প্রদান করা হয়। আইনের সূক্ষ্ম বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হলে তবে শাস্তি দিতে বলা হয়। ফৌজদারি আইনের সাহায্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।
১৪) Natural Law এবং Roman Law সমন্বয় করে কোড নেপোলিয়ন রচনা করার ফলে ইউরোপের অনেক দেশে এই আইন গৃহীত হয়। বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গে এই আইন এখনও প্রচলিত আছে।

রোমান আইনের মূল আদর্শের ভিত্তির উপর নেপোলিয়নের আইন বিধি রচিত হওয়ায় তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও গৃহীত হয়েছিল। পারিবারিক আচার-আচরণ, বিবাহ বিচ্ছেদ ,নারীর মর্যাদা, গৃহকর্তার কর্তৃত্ব ও পারিবারিক সম্পত্তির সকল ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের আইন বিধির প্রভাব পড়েছিল সন্দেহ নেই। স্ত্রী ও সন্তানদের উপর স্বামী ও পিতার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়

অথচ ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ ছিল সকলের সমান অধিকার ও সমানভাবে সম্পত্তি বাঁ নতুন আইন বিধি অনুসারে স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। বিবাহবিচ্ছেদ সুকঠিন করা হয়। রাজনীতিবিদ হিসাবেই নেপোলিয়ন এই সকল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন এবং তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন করা ও অসংযত আচার-আচরণ দূর করা। অন্যান্য সকল ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার রক্ষা করা হয়। এই সকল পরিবর্তনের মূলে নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সে প্রতিবিপ্লব প্রতিহত করা এবং এই কারণে মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণী নেপোলিয়নের প্রবল সমর্থক এ পরিণত হয়।

## নেপোলিয়নের 'কোড বা আইন-বিধি 'ত্রুটি

১) এই আইন বিধি দ্বারা পুরাতন তন্ত্রের যুগের রোমান আইন চালু করা সমাজে স্থিতি আসে। কিন্তু এর ফলে প্রগতিশীল পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ হয়।

২) বিপ্লব ফ্রান্সের নারী সমাজের কাছে বন্ধনমুক্তি ও সমান অধিকার লাভের যে আশ্বাস আনে, কোড নেপোলিয়ন দ্বারা তা বিনষ্ট হয়। নারীদের পুনরায় গৃহকোণে স্বামীর অধীনে জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয়। নারীদের সম্পত্তির অধিকার কেও সংকুচিত করা হয়।

৩) পারিবারিক সংগঠন সুকঠিন করার জন্য পিতাকে পরিবারের ওপর সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হয়।

৪) নেপোলিয়নের কোডে শ্রমিকদের জন্য কোন অধিকার স্বীকার করা হয়নি। তাদের কাজের অধিকার, নিম্নতম মজুরির অধিকার অবহেলিত হয়। শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার দেওয়া হয়নি। কোড নেপোলিয়ন সম্পত্তি ভোগী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার বাহন ছিল, কিন্তু বিপ্লবের উত্তরাধিকার এই আইন বিধি তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রক্ষা করা হয়নি। মানব জাতির অধিকার ঘোষণাপত্রে যে সকল অধিকারের কথা বলা হয় তা রক্ষা করা হয়নি। সুতরাং 'কোড নেপোলিয়ন' স্থিতাবস্থার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

**প্রশ্নাবলী:-**

১) নেপোলিয়ন কেন 'কোড নেপোলিয়ন' চালু করেন ?
২) 'কোড নেপোলিয়ন' এর কয়টি ধারা ছিল ও সেগুলি কি কি ?
4) 'কোড নেপোলিয়ন এর সঙ্গে কোন দেশের আইন এর সমন্বয় সাধন করা হয় ?
5) 'কোড নেপোলিয়ন' এর ত্রুটি গুলি উল্লেখ কর।